দৈনিক ইত্তেফাক

APR. 06 2002

# শিহাবকে হত্যা শেষে ওরা ছিল অনুতাপহীন

আবুল খায়ের ॥ মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের মেধাবী ছাত্র শিহাব আহমদ ওরফে শিহাব হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী রাজু ও তার সহযোগী সবুজ,

রুবেল ও নাসিমকে গ্রেফতারে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি টিম ৪ দিন যাবৎ ঢাকার বাইরে অবস্থান করছে। গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত তাদের কেউ গ্রেফতার হয়নি। এদিকে গ্রেফতারকৃত লিটন, সাঈদ, রাসেল ও ফজলুল হকের ৭ দিনের রিমান্ডের গতকাল তৃতীয় দিন অতিবাহিত হয়।

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

## শিহাবকে হত্যা

(প্রথম পৃঃ পর)

শিহাব হত্যাকান্ডের তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবির ইন্সপেক্টর নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টিম রাজুর গ্রামের বাড়ী শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার ঢালীপাড়ায় ৪ দিন অবস্থানকালে ঐ গ্রামে ও আশেপাশে রাজুর সকল আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে তল্লাশী চালিয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনরা পুলিশকে জানান, ১৫ দিন পূর্বে রাজু ঢাকা থেকে তার পিতা আবদুর রশীদ মৃধার লাশ নিয়ে মা-বোনদের সঙ্গে গ্রামের বাড়ীতে আসে। পারিবারিক কবরস্থানে পিতার লাশ দাফন শেষে একদিন রাজু গ্রামের বাড়ীতে অবস্থান করে। পরদিন ঢাকায় ফিরে যায়। তারা সাধারণত গ্রামে আসে না এবং সেখানে থাকার জন্য তাদের বসতবাড়িও নেই। পুলিশ জানায়, গত সংসদ নির্বাচনে রাজুর বোন জুলেখা মৃধা ঢাকায় গণফোরামের প্রার্থী হওয়ায় অন্যদের তুলনায় গ্রামের লোকজন তাকেই বেশী চিনে। ডিবি পুলিশ কাকরাইল মসজিদে রাজুর খোঁজ করে। ধারণা করা হচ্ছে রাজুর পরিবারের এমন সচ্ছলতা নেই যে, সে বাইরে থাকবে। রাজু ঢাকা ও আশেপাশে কোন জায়গায় অবস্থান করছে বলে পুলিশের ধারণা।

গতকাল জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃত সাঈদ ও রাসেল পুলিশকে জানায়, হত্যাকান্ডের সময় গ্রেফতারকৃত লিটন প্রথমেই সিপাইবাগের লাগোয়া ক্লাবে শিহাবের দুই হাত পেছন দিয়ে জোরে চাপ দিয়ে ধরে। ঐ সময় শুধু শিহাব একবারই উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় যে, রাজু ভাইয়া একি করছেন। এ কথা বলার মুহূর্তে রাজু শিহাবের মুখ চাপ দিয়ে ধরে। এরপর শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে হত্যা করা হয়। পুলিশ জানায়, হত্যার সময় রাজু ও লিটন স্বাভাবিক ছিল এবং হত্যার পরও ক্লাবের স্টীলের দরজার পাল্লাটি দিয়ে শিহাবের মৃতদেহ ঢেকে দেয়। এই সময় তারা হাসি-খুশী মুখেই ছিল বলে তারা পুলিশকে জানায়। এই সময় ওরা ছিল অনুতাপহীন।

গতকাল ভোরে ডিবির কর্মকর্তারা শিহাব হত্যাকাণ্ডের আলামত হিসেবে ১টি স্বর্ণের চেইন, ১টি বালতি ও ১টি স্টীলের দরজার পাল্লা, কাঠ ও বাঁশের তৈরী ১টি মই উদ্ধার করে। পলাতক সবুজ উক্ত স্বর্ণের চেইনটি বোনের কাছে রেখে তিন হাজার টাকা নেয় এবং এ টাকা দিয়ে একটি সাইকেল ক্রয় করে। এ সাইকেলের লোভ দেখিয়েই শিহাবকে হত্যা করা হয়।

হত্যার পর শিহাবের খন্ড খন্ড লাশ পৃথকভাবে নিয়ে পুঁতে রাখার সুবিধার্থে ঘটনাস্থল থেকে টিনের চাল পার হওয়ার কাজে উদ্ধারকৃত মইটি ব্যবহার করা হয়। বালতিটি মেঝেতে শিহাবের রক্তের দাগ পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য, গতকাল ডিবি পুলিশ রাজধানী ও আশেপাশের এলাকায় রাজু ও তার সহযোগীদের গ্রেফতারে তল্লাশী চালায়।

### শিহাবের কুলখানি অনুষ্ঠিত

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, বাগেরহাট থেকে জানান, শিহাবের কুলখানি গতকাল শুক্রবার তাদের গ্রামের বাড়ী স্থানীয় যাত্রাপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাড়ীতে মিলাদ মাহফিল, কোরআনখানি অনুষ্ঠিত হয়। যাত্রাপুর মসজিদেও মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।